ধরিত্রী সনদ

মার্চ ২০০০

মুখবন্ধ

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা এমন এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, যখন মানবজাতিকে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতেই হবে। পৃথিবী ক্রমেই হয়ে উঠছে পরস্পর নির্ভরশীল ও ভঙ্গুর। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সামনে যেমন আছে বিরাট সর্বনাশের আশঙ্কা, তেমনি আছে বিশাল সম্ভাবনাও। সামনে এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি ও জীবনধারার ব্যাপক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমরা এক বিশাল মানব পরিবার এবং একই ধরিত্রী সম্প্রদায়। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। প্রকৃতি, বিশ্বজনীন মানবাধিকার, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও শান্তির সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত টেকসই বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার জন্য আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা বিশ্ববাসীরা একে অপরের প্রতি, জীব সম্প্রদায়ের প্রতি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ঘোষণা করছি।

ধরিত্রীঃ আমাদের গৃহ

বিশাল মহাবিশ্বের অংশ এই মানব সমাজ। আমাদের গৃহ পৃথিবী জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। মহাবিশ্বের শক্তি আমাদের কেবলই অনিশ্চিত অভিযাত্রার দিকে ঠেলে নিতে চায়। কিন্তু পৃথিবী এখানে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। জীববৈচিত্র্য ও মানব কল্যাণের ভারসাম্য বজায় রাখা নির্ভর করছে প্রতিবেশ ব্যবস্থাসহ উন্নত জীবমণ্ডল সংরক্ষণের ওপর। আর সে প্রতিবেশে আছে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ উদ্ভিদ ও প্রাণী, উর্বর মাটি, বিশুদ্ধ পানি ও নির্মল বায়ু। সীমিত সম্পদের এই পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে গোটা মানব সমাজই উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর এই প্রাণশক্তি, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করা আমাদের একটি পবিত্র দায়িত্ব।

বিশ্ব পরিস্থিতি

উৎপাদন আর ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীতে নেমে আসছে পরিবেশ বিপর্যয়, সৃষ্টি হচ্ছে সম্পদের ঘাটতি এবং ব্যাপকভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। জীবমণ্ডলীর ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কম। উন্নয়নের সুফল সুষমভাবে বণ্টন করা হচ্ছে না। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে। অবিচার, দারিদ্র্য, অবহেলা আর

হচ্ছে সম্পদের ঘাটতি এবং ব্যাপকভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। জীবমণ্ডলীর ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কম। উন্নয়নের সুফল সুষমভাবে বণ্টন করা হচ্ছে না। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে। অবিচার, দারিদ্র্য, অবহেলা আর সংঘর্ষ-সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট মানবিক বিপর্যয়।

জনসংখ্যার নজিরবিহীন বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থা হয়ে পড়ছে ভারাক্রান্ত। ফলে বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তিই এখন হুমকির মুখে। এই প্রবণতা বিপজ্জনক কিন্তু অনিবার্য নয়।

ধরিত্রী সনদ - ২

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

এখন আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। এই ধরিত্রী পরস্পরের প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অথবা নিজেদের এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার ঝুঁকি নেওয়া। আমরা নিশ্চয়ই প্রথম পথটিই বেছে নেব। তার জন্য মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান ও জীবনযাত্রার ধরনে আনতে হবে ব্যাপক পরিবর্তন। এখন আমাদের আছে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস করার জ্ঞান ও প্রযুক্তি। পৃথিবীতে এখন সুশীল সমাজের ধারা গড়ে উঠেছে। যার ফলে একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার পথ সুগম হয়েছে। পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। আমরা ঐকবদ্ধ হলে এই বিষয়গুলোর সমাধান করা সম্ভব।

সর্বজনীন দায়িত্ব

এই আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সর্বজনীন দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। আমরা আছি বিশ্ব সম্প্রদায়ের এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই। এখানে আমরা এসেছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নগর থেকে। যেসব নগরীর সঙ্গে অন্যান্য শহর-নগর এবং গোটা বিশ্বেরই যোগাযোগ রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই মানব পরিবারে কল্যাণের দায়িত্ব পালন করছি। সেভাবে আমরা বিশ্বের জীব ও প্রাণী জগতেরও প্রতিও আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। সকল জীবের সঙ্গে সংহতি আত্মীয়তা তখনই জোরদার হয়ে উঠতে পারে, যখন আমরা জীবজগতের রহস্য, প্রাণের অস্তিত্ব আর প্রকৃতিতে মানুষের অবস্থান নিয়ে গভীরভাবে ভাবব।

বিশ্ব সম্প্রদায় গঠনের নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য আমাদের জরুরি ভিত্তিতে মৌলিক মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। সে কারণেই একটি অভিন্ন মানের টেকসই জীবন ধারা গড়ে তোলার জন্য আশায় বুক বেঁধে আমরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু নীতিমালা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করছি। এই নীতিমালার ভিত্তিতে

মানের টেকসই জীবন ধারা গড়ে তোলার জন্য আশায় বুক বেঁধে আমরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু নীতিমালা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করছি। এই নীতিমালার ভিত্তিতে সকল ব্যক্তি সংগঠন, ব্যবস্থা, সরকার, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে এবং তাদের মূল্যায়ন হবে।

নীতিমালা

১. জীবগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা ও যত্ন

১. পৃথিবী এবং জীববৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা

ক. সকল জীব যে পরস্পর নির্ভরশীল এবং মানুষের কাজে লাগুক বা না লাগুক সকল আকারের প্রত্যেক জীবেরই যে মূল্য আছে, তা স্বীকার করা।

খ. প্রত্যেক মানুষেরই যে সম্মান আছে এবং তার যে বুদ্ধিবৃত্তিক, শৈল্পিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে, তা স্বীকার করে নেওয়া।

২. সমঝোতা দয়া ও ভালবাসার সঙ্গে জীবমণ্ডলের প্রতি যত্ন নেওয়া

ক. প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের বিপর্যয় রোধ করা ও জলগণের স্বার্থরক্ষায়ও যে আমাদের দায়িত্ব আছে,

সেটা মেনে নেওয়া।

খ. অধিকতর স্বাধীনতা, জ্ঞান ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্ন কল্যাণ নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব তা স্বীকার করে নেওয়া।

৩. ন্যায়সঙ্গত, অংশীদায়িত্ব, টেকসই ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা

ক. সকল পর্যায়ের সম্প্রদায়গুলোর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেক নারী-পুরুষের মেধার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ তৈরি করা।

খ. সকল মানুষের অর্থবহ জীবন যাপনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পৃথিবীর দানশীলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা

ক. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার কথা মনে রেখে প্রত্যেক প্রজন্মের কর্মের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া।

খ. পৃথিবীর মানুষ ও প্রতিবেশের দীর্ঘমেয়াদী যেসব মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করা।

রয়েছে, সেগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করা।

এই চারটি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য যা প্রয়োজনঃ

২. প্রাতিবেশিক সংহতি

৫. জীববৈচিত্র্য ও প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে পৃথিবীর প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করা ।

ক. সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং উন্নয়নের সকল উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য আইন প্রণয়ন করা।

খ. পৃথিবীতে জীবের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন ও পানি এলাকাসহ প্রকৃতি ও জীবমণ্ডল এলাকা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা।

গ. বিপন্ন প্রজাতি ও প্রতিবেশ রক্ষায় কাজ করা।

ঘ. দেশীয় প্রজাতি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিদেশী ও জীন প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি জীব নিয়ন্ত্রণ ও দূর করা । এ ধরনের ক্ষতিকর জীবের আগমন প্রতিরোধ করা।

ঙ. নবায়নযোগ্য সম্পদ যেমন পানি, মাটি, বনজ পণ্য ও জলজ প্রাণী এমনভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, যাতে তাদের পুনঃচক্রায়ন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

চ. অনবায়নযোগ্য সম্পদ যেমন, খনিজ পদার্থ ও জ্বালানি তেল এমনভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, যাতে তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

৬. পরিবেশ রক্ষার সবচেয়ে বড় উপায় পরিবেশের ক্ষতি না করা। জ্ঞান যেখানে সীমিত, সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া

ক. পরিবেশের গুরুতর ও অপরিবর্তনীয় ক্ষতি এড়াতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যদি অসম্পূর্ণ বা অমীসাংসিত হয়, তা হলেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া।

খ. যারা যুক্তি দেখায় যে, এই কাজে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না। সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে পরিবেশের ক্ষতির দায়িত্ব

তাদের ওপরই বর্তাবে।

গ. মানুষের কর্মতৎপরতার ফলে ক্রমপুঞ্জিভুত, দীর্ঘমেয়াদী, পরোক্ষ কিংবা ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হতে পারে কিনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সেদিকে নজর দেওয়া।

ঘ. পরিবেশের যে কোন অংশে দূষণ রোধ করা এবং তেজস্ক্রিয়, বিষাক্ত ও বিপজ্জনক কোন জিনিসের কারখানা স্থাপন অনুমোদন না করা।

পৃথিবীর কোন ক্ষতি হতে পারে কিনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সেদিকে নজর দেওয়া।

ঘ. পরিবেশের যে কোন অংশে দূষণ রোধ করা এবং তেজস্ক্রিয়, বিষাক্ত ও বিপজ্জনক কোন জিনিসের কারখানা স্থাপন অনুমোদন না করা।

ঙ. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা।

৭. পৃথিবীর পুনরুৎপাদন ক্ষমতা, মানবাধিকার এবং জীবমণ্ডলের কল্যাণ ব্যবস্থা সংরক্ষণের উপযোগী উৎপাদন, ভোগ ও পুনঃউৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করা

ক. উৎপাদন ও ভোগ প্রক্রিয়ার উপকরণগুলোর ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং তা পুনরায় ব্যবহার করা ও পুনঃচক্রায়ন করা। বাড়তি বর্জ্য যাতে প্রতিবেশ ব্যবস্থায় মিশে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা।

খ. জ্বালানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা। নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন সৌরশক্তি ও বাতাসের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হওয়া।

গ. পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যবহার ও হস্তান্তর নিশ্চিত করা।

ঘ. পণ্য বা সেবার বিক্রিমূল্যের সঙ্গে এর সামাজিক ও পরিবেশগত খরচ যোগ করা এবং কোন্ পণ্য সবচেয়ে বেশি সামাজিক ও পরিবেশগত মান বজায় রেখেছে, তা ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরা।

ঙ. প্রজনন স্বাস্থ্য ও দায়িত্বপূর্ণ প্রজননের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

চ. এমন একটা জীবনধারা নির্ধারণ করা যা জীবনমান ও বস্তুগত প্রাচুর্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

৮. টেকসই প্রতিবেশ সম্প্রর্কিত গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান খোলাখুলিভাবে প্রয়োগ ও বিনিময় করা

ক. উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদার দিকে বিশেষ নজর রেখে টেকসইয়ত্ব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি সহযোগিতা নিশ্চিত করা ।

খ. পরিবেশ রক্ষা ও মানব কল্যাণে সকল সংস্কৃতিতে যে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা রয়েছে সেগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সংরক্ষণ করা।

গ. জীন সংক্রান্ত এবং লোক সমাজে প্রাপ্ত মূল্যবান তথ্যদিসহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করা।

৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার

৯. নৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত জরুরি কর্তব্য হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণ

ক. প্রয়োজনীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যবহার করে প্রত্যেক মানুষের জন্য সুপেয় পানি, মুক্ত বায়ু, খাদ্যের নিরাপত্তা, দূষণমুক্ত মাটি, আশ্রয় ও নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অধিকার নিশ্চিত করা।

ক. প্রয়োজনীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যবহার করে প্রত্যেক মানুষের জন্য সুপেয় পানি, মুক্ত বায়ু, খাদ্যের নিরাপত্তা, দূষণমুক্ত মাটি, আশ্রয় ও নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অধিকার নিশ্চিত করা।

খ. প্রত্যেক মানুষের টেকসই নিরাপদ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সকলের জন্য শিক্ষা ও সম্পদের ব্যবস্থা করা এবং যারা উপার্জনে অপারগ তাদের জন্য সাহায্য-

সহযোগিতার নিরাপদ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা।

গ. অবহেলিতদের প্রতি নজর দেওয়া, বিপন্নদের রক্ষা করা, দুঃস্থদের সেবা করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য দেওয়া।

৭. সকল পর্যায়ের অর্থনৈতিক তৎপরতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে সমতা ও টেকসই ব্যবস্থার ভিত্তিতে মানব উন্নয়ন জোরদার করে সেটা নিশ্চিত করা

ক. জাতি এবং জাতিসমূহের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের ওপর জোর দেওয়া।

খ. উন্নয়নশীল দেশসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, কারিগরি ও সামাজিক সম্পদের উন্নয়ন এবং তাদের আন্তর্জাতিক ঋণের গুরুভার থেকে মুক্ত করা।

গ. সকল বাণিজ্য যাতে সম্পদের টেকসই ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ, অগ্রগতিশীল শ্রমমান নিশ্চিত করে তার বিধান করা ।

ঘ. জনস্বার্থে সকল বহুজাতিক কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং কাজের পরিণতির জন্য তাদেরকে দায়ী করতে হবে।

৮. টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং সকলের জন্য সর্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুগোগ নিশ্চিত করা

ক. নারী ও বালিকাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং মেয়েদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের হিংস্রতা রোধ করা ।

খ. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সকল কর্মকাণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ও সমান অংশীদার, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নেতা ও সুবিধাগ্রহণকারী হিসাবে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ. পারিবারিক বন্ধন জোরদার করা এবং পরিবারের সকল সদস্যের নিরাপত্তা ও মমতাময় স্বভাব নিশ্চিত করা।

৯. কোন রকম বৈষম্য ছাড়া সবার জন্য মানবিক মর্যাদা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের অনুকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া

ক. গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌন জ্ঞান, ধর্ম, ভাষা, জাতি, উপজাতি ও সামাজিক উৎস প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া

ক. গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌন জ্ঞান, ধর্ম, ভাষা, জাতি, উপজাতি ও সামাজিক উৎস প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

খ. আদিবাসী মানুষের আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, ভূমি ও সম্পদ এবং তাদের টেকসই জীবনযাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ বিষয়গুলির অধিকার নিশ্চিত করা।

গ. সমাজে তরুণদের সম্মান করা ও উৎসাহ দেওয়া, যাতে তারা টেকসই সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে নিজেদের তৈরি করতে পারে।

ঘ. সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।

৪. গণতন্ত্র, অহিংসা ও শান্তি

১৩. সকল পর্যায়ের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার করা, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়া এবং ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা

ক. প্রত্যেক মানুষের জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়, সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা, তার ওপর

প্রভাব ফেলতে পারে এমন সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য যথাসময়ে জানার অধিকার নিশ্চিত করা।

খ. স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্বের সুশীল সমাজকে সমর্থন দেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সভা সমাবেশের স্বাধীনতা, সমিতি করা ও ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার সংরক্ষণ করা।

ঘ. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং ক্ষতির হুমকি সংক্রান্ত বিষয় নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক এবং স্বাধীন বিচার পক্রিয়ায় দক্ষ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

ঙ. সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করা।

চ. পরিবেশের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সুবিধার্থে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে শক্তিশালী করা ।

১৪. টেকসই জীবনধারণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং জীবনভর জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দক্ষতা অর্জনের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া

ক. শিশু ও যুব সমাজসহ সকলের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে তারা নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারে।

খ. শিক্ষাকে স্থায়ী মূল্য দেওয়ার জন্য কলা ও মানবিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান

ক. শিশু ও যুব সমাজসহ সকলের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে তারা নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারে।

খ. শিক্ষাকে স্থায়ী মূল্য দেওয়ার জন্য কলা ও মানবিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া।

গ. প্রতিবেশগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা জোরদার করে তোলা।

ঘ. টেকসই জীবনযাত্রার জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া।

১৫. সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা

ক. মানব সমাজে বিচরণকারী পশুর ওপর সকল অত্যাচার বন্ধ করা এবং তাদের ভোগান্তি থেকে রক্ষা করা।

খ. চরম, দীর্ঘমেয়াদী ও উপেক্ষণীয় ভোগান্তি থেকে রক্ষার জন্য গুলি করে, জাল পেতে স্থলবাসী ও জলজ প্রাণী না ধরা ।

গ. অসাবধানতায় কোন প্রজাতির প্রাণী ধ্বংস না করা।

১৬. সহিষ্ণুতা, অহিংসা ও শান্তির সংস্কৃতি চালু করা।

ক. জাতির অভ্যন্তরে এবং জাতিসমূহের সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, সংহতি ও সহযোগিতা জোরদার করা।

খ. পরিবেশ সংক্রান্ত বিবাদ ও অন্যান্য বিরোধ মীমাংসার জন্য হিংসার পথ পরিত্যাগ করে সমঝোতার পথ অনুসরণ করা।

গ. জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা উস্কানিহীন পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য অসামরিকীকরণ করা। সামরিক সম্পদকে প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারসহ শান্তিপুর্ণ কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে রূপান্তর করা।

ঘ. ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কাজে ব্যবহারোপযোগী পারমাণবিক, জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করা।

ঙ. মহাশূন্যে ব্যবহারোপযোগী জিনিসপত্র যেন পরিবেশ ও শান্তিরক্ষায় সহায়ক হয়, সেটা নিশ্চিত করা।

চ. শান্তি হচ্ছে সামগ্রিকতা। একে অপরের সঙ্গে, এক সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতির সঙ্গে, অন্যান্য প্রাণী ও জীবের সঙ্গে, পৃথিবী ও মহাবিশ্ব মিলেই এই সামগ্রিকতা। একথা স্বীকার করে নেওয়া।

সামনে যাওয়ার পথ

সামনে যাওয়ার পথ

নতুন করে শুরু করার জন্য ইতিহাসে আর কখনও অভিন্ন লক্ষ্যের তাগিদ আমাদের এভাবে ডাক দেয় নি। নতুন করে এই আহ্বানই আমাদের ধরিত্রী সনদ নীতিমালার অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার পূরণের জন্য এই সনদের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এর জন্য মন ও হৃদয়ের পরিবর্তন দরকার। তার জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী পরস্পর নির্ভরশীলতা ও বিশ্বজনীন দায়িত্ববোধের এক নতুন ধারণা। আমাদের অবশ্যই স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীনভাবে টেকসই জীবন ধারা খুঁজে বের করে তা গ্রহণ করতে হবে। এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, মূল্যবান ঐতিহ্য ও বিভিন্ন সংস্কৃতি তার নিজস্ব পথ খুঁজে নেবে। যে আন্তর্জাতিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে এই ধরিত্রী সনদের জন্ম হল, তাকে আরও গভীর ও সম্প্রসারিত করতে হবে। কারণ, সত্য ও প্রজ্ঞার যে সহযোগিতামূলক অনুসন্ধান চলছে তা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলোর মধ্যে কখনও কখনও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর অর্থ হতে পারে ভিন্ন রকম পছন্দ। এই ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধনের জন্য আমাদের একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, সংগঠন ও সম্প্রদায়ের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কলা, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ও সরকারের প্রতি সৃজনশীল নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানানো হচ্ছে। কার্যকর শাসনের জন্য সরকার, সুশীল সমাজ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

টেকসই বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য সারা বিশ্বের জাতিসমূহের দায়িত্ব রয়েছে জাতিসংঘের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা, আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা এবং ধরিত্রী সনদের নীতিমালাকে পরিবেশ ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে আইন হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সমর্থন যোগানো।

আমাদের সময়টাকে যেন স্মরণ করা হয়, জীবনের প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য, টেকসই ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দৃঢ় সিদ্ধান্তের জন্য, ন্যায়বিচার ও শান্তির লড়াই ত্বরান্বিত করার জন্য এবং আনন্দময় জীবন উদযাপনের জন্য। ❑

ধরিত্রী সনদ - ৮